দৈনিক ইত্তেফাক

113

তারিখ ... 26 MAY 1992
পৃঃ ২ কলাম ১

গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে

আনোয়ার আলদীন ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী সংসদ ডাকসু'র প্রচলিত গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করিয়া ডাকস ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইতেছে। আজ (মঙ্গলবার) বিকালে অনুষ্ঠিতব্য

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ডাকসু

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সভায় এই সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন করা হইবে বলিয়া ভিসি প্রফেসর আজাদ চৌধুরী জানাইয়াছেন। সংশোধিত গঠনতন্ত্রে বলা হইতেছে যে, ডাকসু নির্বাচনের পর মাত্র একবছর তাহার কার্যকারিতা থাকিবে। এই সময়ের পরই যদি ডাকসুর নয়া নির্বাচন না হয় তবে আরও ৩ মাস পর্যন্ত উহার কার্যকারিতা থাকিবে। উহার পর আপনা আপনিই ডাকসু বাতিল হইয়া যাইবে। আর কেবল নিয়মিত ছাত্ররাই ডাকসুর কর্মকর্তা কিংবা সদস্য হইতে পারিবে। যদি ডাকসুর কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়ার পর কাহারও ছাত্রত্ব শেষ হইয়া যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাকসু হইতে তাহার পদও বাতিল হইয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ পুনরায় ঐ পদে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিবেন।

জানা গিয়াছে, বর্তমান গঠনতন্ত্রের কারণে ৮ বছরের নিষ্ক্রিয় ডাকসু ভাঙ্গা সম্ভব হইতেছে না। অবশ্য গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট বর্তমান ডাকসু বাতিল ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ গঠনতন্ত্রের বাধ্যবাধকতার কারণে ডাকসু ভাঙ্গিতে পারে নাই। প্রচলিত গঠনতন্ত্রে রহিয়াছে যে, এক বছরের জন্য ডাকসুর মেয়াদ থাকিবে। তবে পরবর্তী ডাকসু নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ইহার কার্যক্রম বহাল থাকিবে। একটি ডাকসুর পরবর্তী অন্য একটি ডাকসুর নয়া নির্বাচিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ না করা পর্যন্ত তাহারা বৈধ।

সর্বশেষ ডাকসু নির্বাচন হইয়াছিল ১৯৯০ সালের ৬ই জুলাই। উহার পর ৮ বছর কাটিল, কিন্তু আর ডাকসু নির্বাচন হয় নাই। কর্তৃপক্ষ ৩ বছর পূর্বে দুই দফা উদ্যোগ নিয়াও সরকার বিরোধী ছাত্র সংগঠনের তান্ডবে ব্যর্থ হয়।

গতকাল ভিসি জানান, গঠনতন্ত্র সংশোধনের পর ডাকসু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ছাত্র সংগঠনগুলির মতামত নিয়া অচিরেই নয়া নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হইবে।